করোনায় দেশে প্রাণ গেল আরও ১০ জনের, মোট মৃত্যু ৮৪৫১

মহামারি করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে প্রাণঘাতী ভাইরাসটিতে নতুন শনাক্ত হয়েছেন ৫৪০ জন।

শনিবার বিকালে করোনার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩ হাজার ৮২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। যাদের মধ্যে নতুন করে ৫৪০ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। এতে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৫ লাখ ৪৯ হাজার ৭২৪ জন।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ১০ জন নিয়ে এখন পর্যন্ত করোনায় দেশে প্রাণ হারিয়েছেন ৮ হাজার ৪৫১ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৮২২ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট ৫ লাখ ১ হাজার ৯৬৬ জন সুস্থ হয়ে উঠলেন।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়েছিল গতবছর ৮ মার্চ। আর তা সোয়া ৫ লাখ পেরিয়ে যায় গত ১৪ জানুয়ারি। এর মধ্যে গত বছরের ২ জুলাই ৪ হাজার ১৯ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ শনাক্ত।

প্রথম রোগী শনাক্তের ১০ দিন পর গত বছরের ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ বছর ২৩ জানুয়ারি তা আট হাজার ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে গত বছরের ৩০ জুন এক দিনেই ৬৪ জনের মৃত্যুর খবর জানানো হয়, যা এক দিনের সর্বোচ্চ মৃত্যু।

গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা চবি শিক্ষার্থী, নাইমুল হাসান মিশন

গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) রসায়ন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থী। তার নাম নাইমুল হাসান মিশন (২১)। তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন বলে পারিবারিকভাবে জানা গেছে। খাগড়াছড়ির রামগড়ের ফেনীর কুল এলাকার সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত মোহাম্মদ কামাল উদ্দীনের বড় ছেলে তিনি।

আজ শনিবার (৬ মার্চ) সকালে তার শয়নকক্ষ থেকে পরিবারের সদস্যরা ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেন। এ সময় একটি সুইসাইড নোটও উদ্ধার করা হয়।

পরিবারের সদস্যরা জানান, রাতে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে বাসায় ফেরেন মিশন। খাবার খেয়ে স্বাভাবিকভাবে ঘুমাতে যান। সকালে কক্ষের দরজা না খোলায় ছোট ভাই জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে মিশনকে ফ্যানের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। পরে দরজা ভেঙে পরিবারের সদস্যরা তার লাশ নামিয়ে আনে।

এদিকে, মিশনের রুম থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে; যেখানে তিনি লিখেছেন, ‘আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। আমার বেঁচে থাকার জন্য কোনো ইচ্ছে নেই। তাই আমি এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। ডারউইন বলেছিলেন Survival for fittest. but i not even fit. আমার জন্য কেউ কখনো কষ্ট পেয়ে থাকেন পারলে মাফ করে দিয়েন। আম্মু আমাকে মাফ করে দিয়েন। লিমনের (ছোট ভাই) খেয়াল রাখিয়েন। আব্বু আমাকে সফল করার জন্য অনেক কিছু সহ্য করেছেন। আমি পারিনি। তাই আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এ দুনিয়া আমার জন্য না, সবাই পারলে আমাকে মাফ করে দিবেন। বিদায়।’

মিশনের পরিবারের সদস্যরা জানান, সে মানসিকভাব অসুস্থ ছিল। বেশ কয়েকবার চিকিৎসাও করানো হয়। দীর্ঘ দিন ধরে বিষন্নতা এবং হতাশায় ভুগছিলেন। তবে আজ তার আচরণ স্বাভাবিক ছিল।

এদিকে, মিশনের অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে পুরো এলাকায়। সে খুবই মেধাবী একজন শিক্ষার্থী ছিলো।পিএসসি,জেএসসি,এসএসসি এবং এইচ এস সি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছিলো। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর থেকে সে বিষন্নতায় এবং হতাশায়

ভুগতে থাকে।

রামগড় থানার এস আই অজয় চক্রবর্তী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,আত্মহত্যা করেছে বলে শুনেছি।তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য খাগড়াছড়ি প্রেরণ করা হবে।

মোদির সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারে নামছেন ফাটাকেষ্ট

ভারতের কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রোববার নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চে উপস্থিত থাকতে পারেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এ নিয়ে দেশটির রাজনীতিতে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা চলছে।

এর আগে তিনি মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সদস্য ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচনে তিনি বিজেপির হয়ে প্রচারে নামবেন কিনা; তা এখনো পরিষ্কার হওয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়া নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টিও অস্পষ্ট রয়ে গেছে।—খবর এনডিটিভি ও আনন্দবাজারপত্রিকার

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি মিঠুন চক্রবর্তীর মুম্বাইয়ের বাংলোতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেন আরএসএস প্রধান মোহন ভগবত। এরপরেই তার আনগত্য পরিবর্তন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা বক্তব্য ছড়িয়ে পড়েছে।

এনডিটিভি জানায়, বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে এক রকম এড়িয়ে গেছেন বিজেপির জাতীয় মহাসচিব কৈলাশ বিজয়াবারই। তিনি বলেন, সেখানে কেবল জনগণ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থাকবেন। মোদি অনেক বড় সেলিব্রেটি। যারা আসবেন, তাদের আমরা স্বাগত জানাব। যদি মিঠুন চক্রবর্তী আসেন, তবে তাকেও আমরা স্বাগত জানাব।

বিজেপির সূত্র জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে যেসব জনপ্রিয় ব্যক্তিদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে, তাদের মধ্যে একজন

হবেন মিঠুন।

দলটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট জয় প্রকাশ মজুমদার বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ও তার বাইরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রয়েছেন, যারা মমতার অধীনে বাংলার পিছিয়ে পড়া নিয়ে উদ্বিগ্ন। মিঠুন চক্রবর্তীও তাদের একজন।

রাজ্যটিতে ৭০ বছর বয়সী এই অভিনেতার বহু ভক্ত ও অনুরাগী রয়েছেন।

২০০৬ সালে এমএলএ ফাটাকেষ্ট সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার পর তার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। বিশেষ করে ‘মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে’ সংলাপটি মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে দেখা গেছে।

সাম্প্রতিক তার রাজনৈতিক তৎপরতা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। মিঠুন কী করবেন, সে ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি। মিঠুন ‘হ্যাঁ’ যেমন বলেননি। ‘না’-ও বলেননি।

প্রেম করে বিয়ে, ৪ মাস পর নিজ ঘরে মিলল নববধূর লাশ

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় প্রেম করে বিয়ের চার মাসের মাথায় নিজ ঘর থেকে এক নববধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহতের নাম মিতু খাতুন (২০)।

শনিবার সকালে উপজেলার সুঘাট ইউনিয়নের ফুলজোড় গ্রাম থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত মিতু টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার মিজানুর রহমানের মেয়ে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, গত চার মাস আগে উপজেলার ফুলজোড় গ্রামের হিটলারের ছেলে জুবায়ের খানের সঙ্গে মিতু খাতুনের ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় হয়।

এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। উভয় পরিবারের সদস্যদের না জানিয়ে তারা পালিয়ে বিয়ে করেন। পরবর্তীতে ছেলে

জুবায়ের খানের পরিবার মেনে নিলেও মিতুর পরিবার মেনে নিতে অস্বীকার করে। এতে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ ও পরিবারে অশান্তির সৃষ্টি হয়।

শুক্রবার দুপুরের খাবার খেয়ে মিতু তার শয়ন কক্ষের দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়েন। পরবর্তীতে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর ঘুম থেকে জেগে না ওঠায় স্বামীর পরিবারের লোকজন তার নাম ধরে একাধিকবার ডাকাডাকি করেন।

কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গৃহবধূ মিতুকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে থানায় খবর দেয়। পরে পুলিশ সন্ধ্যায় ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করেন।

মিতুর স্বামী ও শ্বশুরের নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে উল্লেখ করে মিতুর মা সোনিয়া আক্তার বাদী হয়ে শেরপুর থানায় ওই দিন রাতে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

শেরপুর থানার ওসি শহিদুল ইসলাম বলেন, শয়নকক্ষে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়।

তবে প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। তাই মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

প্রতিবেদন হাতে পাওয়া গেলেই মৃত্যুর কারণ সঠিক করে বলা সম্ভব হবে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা নেওয়া হয়েছে।

শিগগিরই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধন: আইনমন্ত্রী

কিছু দিনের মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

শুক্রবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলওয়ে জংশনে সাংবাদিকদের

প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

পরে মন্ত্রী স্টেশনের বাইরে এলাকাবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। এ সময় তিনি বলেন, আপনারা সবাই যদি শেখ হাসিনার সঙ্গে থাকেন, তা হলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পাল্টে যাবে।

আইনমন্ত্রী বলেন, আপনাদের সাহসে পদ্মা সেতু নিজেদের টাকায় করা হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মানচিত্র বদলে গেছে। বাংলাদেশ এখন সারাবিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিত। সবই জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণে।

এ সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক হায়াত-উদ-দৌলা খান, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর দপ্তর) মো. আবু সাঈদ, আখাউড়া পৌরসভার মেয়র মো. তাকজিল খলিফা কাজল, ইউএনও মোহাম্মদ নূর-এ আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় শতাধিক সংগঠন ও ব্যক্তি ফুলেল শুভেচ্ছাসহ মন্ত্রীকে স্বাগত জানান। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে মন্ত্রী প্রায় এক বছর পর তার নির্বাচনী এলাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় এলেন।

২২ বার সুন্দরবনে আগুন: তদন্ত হলেও সমাধান নেই

কিছুতেই বিপদ পিছু ছাড়ছে না বাংলাদেশের জীববৈচিত্রের সবচেয়ে বড় আধার সুন্দরবনের। একদিকে চোরা শিকারিদের হাতে মারা পড়ছে জঙ্গলের বাঘ, হরিণসহ বিভিন্ন প্রাণী, অন্যদিকে থেমে নেই বনটির অভ্যন্তরে নদীর পানিতে বিষ দিয়ে মাছ নিধন।

এর মধ্যে যোগ হয়েছে একের পর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। গেল ২০ বছরে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগে ২২ বার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিবার এর কারণ অনুসন্ধান, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ ও ভবিষ্যতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তবে সেসব তদন্তের প্রতিবেদন ও দুর্ঘটনা এড়াতে করা সুপারিশগুলো বাস্তবায়তি

হতে দেখা যায়নি।

জানা যায়, শুধু আগুনেই পুড়ছে না সুন্দরবন। বন্যপ্রাণী ও মৎস্য সম্পদই ধ্বংস করে চলছে প্রতিনিয়ত একশ্রেণির চক্র।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ‘স্মার্ট পেট্রোলিং’ আর জেলে-বনজীবীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে বাঘ, হরিণ হত্যাসহ বনের সম্পদ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাচ্ছে না। এই অবস্থার মধ্যে অক্সিজেনের অফুরন্ত ভাণ্ডার দেশের ফুসফুসখ্যাত ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ সুন্দরবন এখন অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে সুন্দরবনে আয়তন ছিল বর্তমানের দ্বিগুণ। কমতে-কমতে বর্তমানে সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের আয়তন এখন দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ১৭ বর্গ কিলোমিটার।

যা দেশের সংরক্ষিত বনভূমির সর্বমোট ৫১ ভাগ। ২৪ ঘণ্টায় দুবার সমুদ্রের জোয়ারের লবণাক্ত পানিতে প্লাবিত হয় সুন্দরবন।

সংরক্ষিত এই বনের তিনটি এলাকাকে ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘের ইউনেসকো ৭৯৮তম ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ সাইট ঘোষণা করে। বর্তমানে যা সমগ্র সুন্দরবনের ৫২ ভাগ এলাকা।

এখানে সুন্দরী, গেওয়া, গরান, পশুরসহ ৩৩৪ প্রজাতির উদ্ভিদরাজি রয়েছে। এছাড়া ৩৭৫ প্রজাতির বন্য প্রাণীর মধ্যে রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও হরিণসহ ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, লোনা পানির কুমির, গুইসাপ, কচ্ছপ, ডলফিন, অজগর, কিংকোবরাসহ ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ ও ৩১৫ প্রজাতির পাখি রয়েছে।

সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ সাইটের পাশাপাশি বিশ্বের বৃহত্তর জলাভূমিও। সুন্দরবনের জলভাগের পরিমাণ এক হাজার ৮৭৪ দশমিক এক বর্গ কিলোমিটার। যা সমগ্র সুন্দরবনের ৩১ দশমিক ১৫ ভাগ।

১৯৯২ সালে সমগ্র সুন্দরবনের এই জলভাগকে রামসার এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ। এছাড়া সুন্দরবনের সমুদ্র এলাকার পরিমাণ এক হাজার ৬০৩ দশমিক দুই বর্গ কিলোমিটার।

এই জল ভাগে ৪৫০টি ছোট-বড় নদী ও খালে রয়েছে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির ইরাবতীসহ ৬ প্রজাতির ডলফিন, ২১০ প্রজাতির সাদা মাছ, ২৪ প্রজাতির চিংড়ি, ১৪ প্রজাতির কাঁকড়া, ৪৩ প্রজাতির মলাস্কা ও এক প্রজাতির লবস্টার।

ইতিমধ্যেই সুন্দরবন থেকে হারিয়ে গেছে এক প্রজাতির বন্য মহিষ, দুই প্রজাতির হরিণ, দুই প্রজাতির গণ্ডার, এক প্রজাতির মিঠা পানির কুমির।

করোনাকালে গত ২৬ মার্চ থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত গোটা সুন্দরবনে সর্বোচ্চ সর্তকতা ‘রেড অ্যালার্ট’ জারি করে পর্যটক, জেলে-বনজীবীদের সুন্দবনে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে বন অধিদপ্তর। এই নিষিদ্ধ সময়ের মধ্যেও হুমকিতে পড়ে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য।

সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, বনটিতে ২০০২ সালে শরণখোলা রেঞ্জের কটকা অভয়ারণ্য এলাকায়, ২০০৪ সালে চাঁদপাই রেঞ্জের ধানসাগর স্টেশনের নাংলী ক্যাম্প এলাকায় এবং আড়ুয়াবের খালে, ২০০৫ সালে চাঁদপাই রেঞ্জের আড়ুয়াবের খালের পশ্চিমে তুলাতলা ও খুটাবাড়ি এলাকায় আগুন লাগে।

এরপরের বছর ২০০৬ সালেই তেরাবেকা খালের পাড়ে, আমুরবুনিয়া, কলমতেজিয়া, পচাকুড়ালিয়া বিল ও ধানসাগর স্টেশন এলাকায় মোট ৫টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

২০০৭ সালে বলেশ্বর নদীর তীরবর্তী নলবন, পচাকুড়ালিয়া বিলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ২০১০ সালে ধানসাগর স্টেশনের গুলিশাখালী, ২০১১ সালে ধানসাগর স্টেশনের নাংলী, ২০১৪ সালে আবারও ধানসাগর স্টেশন সংলগ্ন বনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

২০১৬ সালেও ধানসাগর স্টেশনের নাংলী, পচাকুড়ালিয়া, তুলাতলী এবং ২০১৭ সালে একই স্টেশনের মাদরাসার ছিলা নামক স্থানে আগুন লাগে। সর্বশেষ ২০২১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি আবারও ধানগারস স্টেশন এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় চার শতক বনভূমি পুড়ে যায়।

২০০২ সালের ২২ মার্চ থেকে থেকে ২০২১ সালে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গত ২০ বছরেও সুন্দরবনে ২২ বার অগ্নিকাণ্ড লাগে। এসব অগ্নিকাণ্ডে সুন্দরবনের ৭১ একর ৭০ শতাংশ বনভূমির গাছ, বিভিন্ন প্রকার ঘাস, লতাপাতা পুড়ে যায়। যার আর্থিক মূল্য ১৮ লাখ ৫৫ হাজার ৫৩৩ টাকা।

প্রতিটি অগ্নিকাণ্ডের পরে আগুনের কারণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ ও পরবর্তীতে এ ধরণের ঘটনা এড়াতে গঠন করা হয় তদন্ত কমিটি। তদন্ত কমিটি নির্দিষ্ট সময়ে সুপারিশসহ রিপোর্টও পেশ করে। তবে সেসব রিপোর্টের প্রতিফলন বাস্তবে দেখা যায়না। থেকে যায় ফাইলবন্দি।

অগ্নিকাণ্ড এড়াতে বিভিন্ন সময় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে জোরালোভাবে তিনটি সুপারিশ করা হয়।

সুপারিশ তিনটি হচ্ছে- সুন্দরবন সংলগ্ন লোকালয়ের সাথে মিশে যাওয়া নদী ও খাল খনন, অগ্নিকাণ্ডপ্রবণ এলাকায় প্রতি দুই কিলোমিটার পরপর ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করে নজরদারির ব্যবস্থা করা, চাঁদপাই রেঞ্জের ভোলা নদীর কোল ঘেঁষে বনের পাশ দিয়ে কাঁটাতার অথবা নাইলোনের রশির নেট দিয়ে বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা। কিন্তু তিনটির একটি সুপারিশও বাস্তবায়ন হয়নি।

সেভ দ্যা সুন্দরবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. শেখ ফরিদুল ইসলাম বলেন, সুন্দরবনকে আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য লোকালয়সংলগ্ন নদী- খাল খনন ও কাটা তারের বেড়া দেওয়া খুবই জরুরি। এছাড়া বন অপরাধীদের দৌরাত্ম্য রোধে বনরক্ষীদের তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। অসাধু বন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান তিনি।

সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মুহাম্মদ বেলায়েত হোসেন বলেন, সুন্দরবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা বনজীবীদের বিড়ি সিগারেটের আগুনে অনেক সময় আগুন লাগে। এজন্য আমরা বনজীবী ও স্থানীয়দের সচেতন করেছি। সচেতনতামূলক কার্যক্রম এখনও অব্যাহত রয়েছে। তদন্ত কমিটির যে সুপারিশে যে ওয়াচ টাওয়ার করার সুপারিশ ছিল।

বন বিভাগের একটি প্রজেক্টে ওয়াচ টাওয়ার করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রজেক্টটি পাস হলে আমরা টাওয়ার করব। টাওয়ার হলে আগুনের স্থান নির্ধারণ সহজ হবে। সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকার ভরাট হওয়া নদী ও খাল খননের বিষয়েও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাঘ, হরিণ হত্যার পাশাপাশি খালে বিষ দিয়ে মাছ শিকার ও আগুন দস্যুদের হাত থেকে সুন্দরবন রক্ষায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট পেট্রোলিংসহ সব ধরনের পাহারা জোরদার করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

২০ ঘণ্টা পরও ৪ জেলায় রেল যোগাযোগ বন্ধ, তদন্ত কমিটি গঠন

কুষ্টিয়া স্টেশনসংলগ্ন মিলপাড়া এলাকায় মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে রেলওয়ে ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনার ২০ ঘণ্টা পরও কুষ্টিয়ার সঙ্গে খুলনা, রাজশাহী, গোয়ালন্দ ও ফরিদপুরের রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

গোয়ালন্দ-পোড়াদহ রুটে ট্রেন চলাচল শনিবার বিকাল ৪টা নাগাদ স্বাভাবিক হবে বলে জানিয়েছেন রেল কর্তৃপক্ষ।

এর আগে শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে কুষ্টিয়ার মিলপাড়া এলাকায় রেললাইনে আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রলির সঙ্গে সংঘর্ষে লাইনচ্যুত হয় গমবাহী ট্রেনের পাঁচটি বগি। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও ট্রেনের লাইন দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ রেলওয়ের পাকশি জোনের একটি উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে এসে লাইনচ্যুত পাঁচটি বগি উদ্ধারে কাজ শুরু করে।

সারারাত কাজ করে শনিবার সকাল পর্যন্ত তিনটি বগি রেললাইন থেকে সরাতে সক্ষম হয়েছে উদ্ধারকারী দল। বাকি দুটি সরিয়ে লাইন মেরামত করতে আরও ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় লাগবে বলে জানান কুষ্টিয়া রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার এম এ জামান।

এদিকে মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে রেলওয়ে ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে রেলওয়ের পার্মানেন্ট ওয়ে ইন্সপেক্টর (পিডিবিআই) সাইফুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। সংঘর্ষের ঘটনার কারণ খুঁজে বের করতে ইতোমধ্যে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের পাকশী বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (ডিআরএম) মোহাম্মদ শাহীদুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, একটি তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে পাকশী বিভাগীয় যান্ত্রিক প্রকৌশলী (লোকো) আশীষ কুমার মণ্ডলকে। কমিটির অন্য

চার সদস্য হচ্ছেন- পাকশী বিভাগীয় পরিবহন কর্মকর্তা (ডিটিও) মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, পাকশী বিভাগীয় প্রকৌশলী বীরবল মণ্ডল, পাকশী বিভাগীয় সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী এস এম রাজিব বিল্লাহ এবং পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কমান্ডেন্ট রেজওয়ান উর রহমান।

কমিটিকে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কুষ্টিয়া রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার এম এ জামানের অভিযোগ, বারবার বলার পরও শ্রমিকরা রেললাইন থেকে ট্রলি সরিয়ে না নেওয়ায় কুষ্টিয়া রেলস্টেশনসংলগ্ন মিলপাড়া এলাকায় ট্রেনের পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়।

দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের কাজে নিয়োজিত স্টেশনে কর্মরত কর্মচারী (লাইনম্যান) ইব্রাহীম বলেন, শ্রমিকদের বারবার ট্রলি সরিয়ে নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু শ্রমিকেরা ট্রলি সরিয়ে না নিয়ে উল্টো লাল নিশানা দিয়ে ট্রেন থামানোর জন্য বলেন। কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন ঢুকে পড়ায় দুর্ঘটনা ঘটে যায়।

পাকশী রেল বিভাগের বিভাগীয় প্রকৌশলী-১ বীরবল মণ্ডল বলেন, ট্রেন দুর্ঘটনায় পৃথক দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শনিবার তারা সরেজমিনে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করবেন। রেলওয়ের নিয়মানুযায়ী অন দ্যা স্পট তদন্ত রিপোর্ট নেওয়া হবে।

এদিকে এ দুর্ঘটনার পর থেকে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী ও রাজশাহী- টুঙ্গিপাড়া রেলপথে পাঁচটি ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

আহত এমপি জাকিয়া হাসপাতালে, ১৯ আইনজীবীর নামে মামলা

দিনাজপুর জেলা আইনজীবী সমিতির দুগ্রুপের সংঘর্ষের প্রায় ৩০ ঘণ্টা পর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সমিতির সদস্য ও সংরক্ষিত আসনের নারী

এমপি জাকিয়া তাবাসসুম জুই।

শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে দিনাজপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি।

তবে এর আগে সন্ধ্যায় এ সংঘর্ষের ঘটনায় জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন আহত আইনজীবী সারওয়ার আহমেদ বাবু।

মামলায় আসামি করা হয়েছে- সমিতির সভাপতি অ্যাড.মাজহারুল ইসলাম সরকার, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, শামসুর রহমান পারভেজ, হযরত আলী বেলাল, খয়রাত আলী, মাহফুজুর রহমান বিপুল, মাহফুজ আলী, কবির বিন গোলাম চার্লি, অনিমেষ চন্দ্র রায়, সিফাত রহমান লিমন, আলাল, হেলাল ফারুক, শাওন, আকবর, রাজা, নবী, রবিউল ইসলাম রবি, খোকনসহ ১৯ জনকে।

শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টায় এমপিকে দেখতে হাসপাতালে যান জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। এ সময় তিনি জানান, গত বৃহস্পতিবার আইনজীবী সমিতির সামনে সংঘর্ষের ঘটনায় তিনি মাথায় আঘাত পেয়েছেন। সে সময় তিনি বিষয়টি টের না পেলেও সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা বেড়ে যায়। প্রচণ্ড ব্যথা সহ্য করতে না পেরে তিনি হাতপাতালে ভর্তি হন।

দিনাজপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) পারভেজ সোহেল রানা জানান, শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করায় তিনি নিজেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ ব্যাপারে মেডিকেল বোর্ড গঠন করে বিস্তারিত জানা যাবে।

কোতোয়ালি থানার ওসি মোজাফফর হোসেন জানান, সন্ধ্যায় এ সংঘর্ষের ঘটনায় ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। মামলাটি করেছেন আইনজীবী সারওয়ার আহমেদ বাবু।

উল্লেখ্য, নয়টি এজেন্ডা নিয়ে গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে দিনাজপুর জেলা আইনজীবী সমিতির কার্যকরী কমিটির সাধারণ সভা শুরু হয়।

এর পরই সমিতির সাবেক কমিটির নেতারা সভা বন্ধ করতে বললে একপর্যায়ে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে ১৫ জন আহত হন।

মালয়েশিয়ায় ৮ বাংলাদেশিসহ ৮৮ বিদেশি কর্মী গ্রেফতার

মালয়েশিয়ার সেলাঙ্গরের পাইকারি বাজার থেকে ৮৮ বিদেশি কর্মী গ্রেফতার করেছে পুলিশ। যাদের মধ্যে আটজন বাংলাদেশিও রয়েছেন।

সারডাং জেলা পুলিশ সদর দপ্তরের (আইপিডি) ৯২ জন সদস্য ও ১০ জন কর্মকর্তার নেতৃত্বে শনিবার মালয়েশিয়া সময় সকাল ১১টায় বিশেষ অভিযানে অভিবাসী কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়।

সেরডাং জেলা উপ-পুলিশ প্রধান মোহাম্মদ রোসদী দাউদ সাংবাদিকদের জানান, গ্রেফতারদের ৮৮ জনের মধ্যে ৭৮ জন মিয়ানমারের, ৮ জন বাংলাদেশের এবং বাকি দুইজন নেপাল ও ইন্দোনেশিয়ার বাসিন্দা। তাদের সবার বয়স ২০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে।

কি কারণে এসব অভিবাসী কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে সে প্রশ্নে জেলা উপ-পুলিশ প্রধান মোহাম্মদ রোসদী দাউদ বলেন, গোয়েন্দা তথ্যে দেখা গেছে, বেশির ভাগ বিদেশিরা অবৈধভাবে পাইকারি বাজারে ব্যবসা করছেন। তাদের কোনো বৈধ লাইসেন্স নেই। তাদের কাছে বৈধ কাগজপত্রও পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করে আসছেন পুলিশের কাছে। তাই অবৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনা করার পাশাপাশি বাজারে বিশৃঙ্খল সৃষ্টি এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারদের আইপিডি সারডাং -এ নেয়া হয়েছে এবং সেকসন ৬ (১) সি অভিবাসন আইন ১৯৫৯/৬৩ অনুসারে তদন্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আইপিডি বিভাগ।

ঝিনাইদহে কৃতি শিক্ষার্থী, আদর্শ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা

ঝিনাইদহে ২০১৭ ও ১৮ সালের কৃতি শিক্ষার্থী, আদর্শ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। ঝিনাইদহ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে গতকাল শুক্রবার বিকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
ঝিনাইদহ ফাউন্ডেশন এর সভাপতি ও জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হাই।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য খালেদা খানম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কনক কান্তি দাস।
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও ঝিনাইদহ ফাউন্ডেশনের প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান।
অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে ২০১৭ ও ১৮ সালের জেলার ৬ উপজেলার মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কলেজ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ ৪১ জন শিক্ষার্থী, ৩৬ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ৬ জন আদর্শ শিক্ষককে সম্মাননা প্রদান করা হয়। পরে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সকালে আয়োজন করা হয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা।